গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

জুলাই/২০১৭ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
ভারপ্রাপ্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ০৯.০৭.২০১৭ খ্রিঃ
সময় : বেলা ১২.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতেই সভাপতি পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে সফলতার সাথে রেল সার্ভিস পরিচালিত হওয়ায় এবং গণমাধ্যমে বিষয়টি প্রশংসিত হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ে তথা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখার অনুরোধ জানান। অত:পর গত ২৮.০৫.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভাপতি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচী অনুসারে উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ করেন।

৪.১। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি):

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান যে, পয়েন্টসম্যান-এর ১৯০টি পদ শূন্য থাকায় অপারেশন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। ট্রাফিক বিভাগের বাইরে অন্য বিভাগের চতুর্থ শ্রেণীর যে সকল পদ রয়েছে, তাদের নিয়োগ বিধি শিথিল করে পদোন্নতির মাধ্যমে পয়েন্টসম্যান-এর শূন্য পদে লোক নিয়োগ করা যেতে পারে।

তিনি আরো জানান, নির্ধারিত সময়ে ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রীসেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি ক্যারেজ অর্থাৎ লোকোমোটিভ ও কোচের availability-এর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। তিনি জানান, বিআর-এ বছরে বর্তমানে ব্যবহার উপযোগী মোট ২৭৫ টি লোকোমোটিভ রয়েছে যার মধ্যে ১৮১টি এমজি এবং ৯৪ টি বিজি। তিনি জানান বর্ণিত লোকোমোটিভের শতকরা ২০ ভাগ maintenance-এ রাখতে হয়। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) জানান, স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যমান operation system পরিচালনার জন্য মোট ২১০ টি লোকোমোটিভ প্রয়োজন যার মধ্যে ১৪০ টি এমজি এবং ৭০ টি বিজি লোকোমোটিভ।

অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আরএস) জানান, লোকোমোটিভের বড় ধরণের মেরামত কাজ করার জন্য একমাত্র workshopটি পার্বতীপুরে অবস্থিত। বর্তমানে ইস্ট জোন এর বেশ কয়েকটি অঞ্চল লোকোমোটিভ মেরামতের জন্য পার্বতীপুর workshop এ স্থানান্তর প্রয়োজন যা অন্য লোকোমোটিভ দ্বারা টেনে বঙ্গবন্ধু সেতু পার করে দিতে হবে। কিন্তু একই সময় বঙ্গবন্ধু সেতুতে দু'টি লোকোমোটিভ পার করতে সেতু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া যায়নি। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, লোকোমোটিভ পারাপারের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা প্রয়োজন। গ্যাং কারের দ্বারা লোকোমোটিভ পারাপারের বিষয়টি আলোচনা হয়।মহাপরিচালক জানান গ্যাং কার দ্বারা লোড টানার বিষয়টিও বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। ইতোপূর্বে গ্যাং কারের মাধ্যমে লোকোমোটিভ পারাপারের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হয়নি। এ বিষয়ে সভা আহ্বান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

সভায় outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিজি, বিআর জানান যে, outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ কার্যক্রম e-tendering এর মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন হবে।

সভায় ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হারের বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিজি, বিআর জানান যে, আন্ত:নগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার এপ্রিল/২০১৭ মাসে যথাক্রমে ৯ ১%, ৭৮%, ৮ ৯% । মার্চ/২০১৭ মাসে আন্ত:নগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৯১%, ৭৮%, ৮৯ %। নবনিয়োগকৃত স্টেশন মাস্টারদের পদায়ন করা হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। প্রতিটি স্টেশনে সময়সূচী বোর্ডে এবং বিআর এর ওয়েব সাইটে ট্রেনের সময়সূচী প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ডিজি, বিআর আরোও জানান যে, ট্রেনের ভিতর, সীট কভার এবং টয়লেট নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। মে/১৭ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৭০৩ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৬৬১টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। মে/১৭ মাসে পূর্বাঞ্চলে ২৭৯টি এবং পশ্চিমঞ্চলে ২৭ টি কোচের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণ কে আ ন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত যাত্রীসাধারণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	Pointsman পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের চতুর্থ শ্রেণির পদের নিয়োগবিধি প্রয়োজনে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/আরএস/অপারেশন/) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন/প্রকৌশলী/মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২)	উভয় অঞ্চলে e-tendering পদ্ধতিতে outsourcing এর মাধ্যমে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের মধ্যে সুইপার নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	
(৩)	গ্যাংকার অথবা অন্যকোন গ্রহণযোগ্য উপায়ে বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর দিয়ে লোকোমোটিভ পারাপারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হব।	

৪.২। রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার ও নিরাপত্তা সংক্রা ন্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি সর্বশেষ ২৩.০৬. ২০১৭ তারিখে দৈনিক কালের কন্ঠ, সকালের খবর, ডেইলীসান পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা রাখা আছে। সভাপতি বলেন যে, ট্রেনের ভিতরে নিরাপত্তা ও সচেতনতামূলক ঘোষণা প্রচার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, সম্প্রতি রেলভবনে একটি অগ্নিদূর্ঘটনা ঘটেছে। তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বড় ধরনের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। রেলভবনে অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে অনেকেরই ধারনা নেই। এ কারণে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য অগ্নি নির্বাপন পদ্ধতি ও যন্ত্রের ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করার পরমার্শ দেন। তিনি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের কর্মকর্তাদের তত্বাবধানে কমলাপুর রেল স্টেশনে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার ওপর মহড়ার আয়োজনের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে জিআইবিআর বলেন যে, প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে প্রতি স্টেশনে কয়টি অগ্নিনির্বাপন যন্ত্র থাকতে পারে তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ নেই । ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে এ সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

সভায় আলোচনা হয় যে, পশ্চিমাঞ্চলে ১৩ টি Stone Throwing Point চিহ্নিত করা হয়েছে। সিএমই (পূর্ব) হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারী হতে মে মাস পর্যন্ত যে সকল জায়গায় পাথর ছোঁড়ার ঘটনা ঘটেছে, সে সকল স্থানের নাম উপস্থাপন করা হয়। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী থানা/উপজেলা ভিত্তিক "Stone Throwing Area"-র তালিকা প্রেরণের সিদ্ধান্ত থাকলেও মহাপরিচালকের দপ্তর হতে কোন তালিকা পাওয়া যায়নি। সভাপতি বলেন যে, জোন ভিত্তিক (পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল) "Stone Throwing Area"-র তালিকা প্রস্তুত হয়ে থাকলে তা মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। প্রাপ্ত তালিকার প্রেক্ষিতে স্থানীয় প্রশাসন তথা উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে ঢিল ছোঁড়ার বিষয়টি বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে। তিনি আরো জানান, যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ছিনতাইকারী, মলমপার্টি ইত্যাদিসহ যেকোন ধরণের চোরাচালান ও অবৈধ মালামাল পরিবহন রোধে রেল নিরাপত্তা বাহিনী ও রেল পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে। এসব বিষয় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের সাথে আলোচনা করে প্রতি স্টেশনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র স্থাপনের ও পুরান যন্ত্র প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৪। চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।
(২)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স দপ্তরের কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে রেলভবনে ও কমলাপুর রেল স্টেশনে অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার উপর মহড়ার আয়োজন করতে হবে।	
(৩)	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
(৪)	থানা/উপজেলা ভিত্তিক "Stone Throwing Area"-র তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	

৪.৩। জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিয়োগ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, প্রতিনিয়ত নিয়োগ সংক্রান্ত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদিসহ মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে নিয়োগ সংক্রান্ত সভা আহ্বান করতে হবে। তিনি জিএম পূর্ব ও পশ্চিম এর নিকট রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিয়োগের অগ্রগতির বিষয়ে জানতে চান। জিএম (পূর্ব) জানান যে, ২০১৬ সালে ছাড়পত্র প্রদানকৃত মোট ২৯ ক্যাটাগরীর ৮৫৬ টি পদের মধ্যে ১৫ ক্যাটাগরীর ১৩২ টি শূন্য পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ০৩ ক্যাটাগরীর চূড়ান্ত নিয়োগ পরীক্ষা এবং ০১ ক্যাটাগরীর লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ১০ ক্যাটাগরীর মধ্যে ০৯ ক্যাটাগরীর পদের নিয়োগ পরীক্ষা শিঘ্রই শুরু হবে এবং ০১ ক্যাটাগরীর পদের (বেডিং পোর্টার) নিয়োগ বিধি না থাকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া যায়নি। তাছাড়া, ১৩৩ টি এলডিএ-কাম-কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষা ২২/১১/২০১৪ তারিখে সম্পন্ন হয় কিন্তু আদালতের রায়ের কারণে নিয়োগ কার্যক্রম বর্তমানে স্থগিত রয়েছে।

জিএম (পশ্চিম) জানান যে, ছাড়পত্র প্রদানকৃত পদের মধ্যে মোট ২৮ টি ক্যাটাগরীর বিপরীতে পদের সংখ্যা ছিল ৪৬১। তার মধ্যে ৩২৫ টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে যার ফলে ২৩ ক্যাটাগরীর পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ ক্যাটগরীর নিয়োগ বাকি আছে। তিনি আরো জানান যে, ওয়েম্যান এর ১১১৩ টি পদে নিয়োগের উপর মামলা হয়েছে। তাছাড়া টেম্পোরারী গেটম্যান এর ৮৫১ টি পদ প্রজেক্ট এর আওতাধীন এবং প্রজেক্টের মেয়াদ প্রায় শেষের পর্যায়ে হওয়ায় উক্ত পদে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। সভাপতি দ্রুত নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে দ্রুত নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। সিওপিএস(পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।
(২)	নিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদিসহ মাননীয় মন্ত্রীর উপস্থিতিতে নিয়োগ সংক্রান্ত সভা আহ্বান করতে হবে।	

৪.৪। রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাসঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই /১৬ হতে মে/ ২০১৭ মাসে ১১৩৮ কোটি টাকা আয় হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ১৩৫৮.৭৩ কোটি টাকা। আশা করা যায় রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। সভাপতি বলেন যে, যাত্রী/মালামাল/পার্শ্বেল হতে রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে APA-তে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।এ লক্ষ্যে রাজস্ব আদায়ের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়ন করলে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	বাংলাদেশ রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব আদায়ের সকল ক্ষেত্রে চিহ্নিত করাসহ একটি মাসভিত্তিক আদায় পরিকল্পনা তৈরী পূর্বক পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতিমাসে ইহার বাস্তবায়ন/আদায় নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন/আর এস), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৫। বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

মে ২০১৭, মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অঞ্চলভিত্তিক মোট জমি, অবৈধ দখলে থাকা জমি ও অবৈধ দখল উচ্ছেদপূর্বক দখলে আনা জমির তথ্য নিম্নরুপঃ

অঞ্চল	মোট জমি	এপ্রিল ২০১৭ পর্যন্ত অবৈধ দখলে থাকা জমি	মে ২০১৭ মাসে উদ্ধারকৃত জমি	মাস শেষে অবৈধ দখলে থাকা জমি	মন্তব্য (জমির পরিমাণ,একরে)
পূর্ব	২৪৪৪০.৯৩ একর	৮০৩.৪৪ একর	৪.৬৬ একর	৭৯৮.৭৮ একর	
পশ্চিম	৩৭৪১৯.৩৫ একর	২৯৬৭.৮৯ একর	১৩.২৮ একর	২৯৫৪.৬১ একর	
মোট	৬১৮৬০.২৮ একর	৩৭৭১.৩৩ একর	১৭.৯৪ একর	৩৭৫৩.৩৯ একর	

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভূমিতে স্থাপিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন।

সভাপতি বলেন যে, বৃক্ষরোপন ও বনায়ন জমি দখলে রাখার একটি অন্যতম উপায়। এখন বর্ষাকাল ।তিনি বাংলাদেশ রেলওয়ে কে তাদের অব্যবহৃত জমিতে উপযুক্ত প্রজাতির বৃক্ষরোপনের জন্য অনুরোধ জানান।

ডিজি, বিআর জানান যে, কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে রেলভূমির ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত Workshop এর আয়োজন করার এবং রেলের উচ্ছেদকৃত জমিতে কেউ যেন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে না পারে। সে বিষয়ে উভয় অঞ্চলের জিএম এর নেতৃত্বে নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।
সভায় আলোচনা হয় যে, ভূ-সম্পত্তি বিভাগে অনেক শূন্য পদ রয়েছে। জনবল নিয়োগ করা হলে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাবলী অনেকটা দূরীভূত হবে। সভাপতি বলেন যে, রেলের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, যেমন- উচ্ছেদ, বেদখলকৃত জমি উদ্ধার, নিয়োগ কার্যক্রম, সার্টিফিকেট মামলা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। এর ফলে এ বিষয়গুলোর সাথে জড়িত সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা/জটিলতাগুলো চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং উত্তরণের উপায় বের করা সম্ভবপর হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত:

<table>
<tr><th>ক্র: নং</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে</th></tr>
<tr><td>(১)</td><td>ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পার্শ্বসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখাসহ উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় সেজন্য অন্যান্য ব্যবস্থার পাশাপাশি রেললাইনের দু'পার্শ্বের ফাকা স্থানে অথবা রেল চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় এমন স্থানে তাল গাছ বা উপযুক্ত এ জাতীয় এক দন্ডের গাছ লাগানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td rowspan="3">১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।</td></tr>
<tr><td>(২)</td><td>কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য আগস্ট/২০১৭ মাসে স্টেকহোল্ডারদের সাথে "রেল ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত" workshop এর আয়োজন করতে হবে।</td></tr>
<tr><td>(৩)</td><td>রেলের উচ্ছেদকৃত জমিতে কেউ যেন স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।</td></tr>
</table>

৪.৬ বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।

আলোচনাঃ

মে ২০১৭ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলার বিবরন নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	রেলওয়ে অঞ্চল	এপ্রিল ২০১৭ মাসের জের		মে ২০১৭ মাসের নিষ্পত্তি		মে ২০১৭ মাসের দায়ের		মে ২০১৭ মাসের সমাপনান্তে	
		মামলা	দাবীকৃত টাকার পরিমাণ	মামলা	আদায়কৃত টাকার পরিমাণ	মামলা	টাকার পরিমাণ	মামলা	টাকার পরিমাণ
১	পূর্ব	১১৫	৫৮৬৫৪৭৬৮/-	-	১০৭০৮১/-	-	-	১১৫	৫৮৫৪৭৬৮৭/-
২	পশ্চিম	৪৯	৪১১৭২২৭৩/-	-	১৮০০০০/-	-	-	৪৯	৪০৯৯২২৭৩/-
৩	মোট	১৬৪	৯৯৮২৭০৪১/-	-	২৮৭০৮১/-	-	-	১৬৪	৯৯৫৩৯৯৬০/-

ডিজি, বিআর জানান যে, উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারীভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

ডিজি, বিআর আরো জানান যে, যে সকল জেলায় রেলের সার্টিফিকেট মামলা চলমান সেসকল জেলার সার্টিফিকেট অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে মামলা পরিচালনার তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াসহ নির্ধারিত তারিখে রেলওয়ের যথোপযুক্ত প্রতিনিধির উপিস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং মামলা নিস্পত্তির বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রেলের সার্টিফিকেট মামলাগুলো যাতে একটি নির্দিষ্ট দিনে/তারিখে করা হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট অফিসারকে অনুরোধ জানানোর ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। উপ-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৭ বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধঃ

আলোচনাঃ

মে ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের দাবী এবং পরিশোধিত ভূমি উন্নয়ন করের বিবরণ নিম্নরুপঃ

ক্রমিক নং	অঞ্চল	মে ২০১৭ মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত দাবী	ভূমি উন্নয়ন কর খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ	ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ			মন্তব্য
				এপ্রিল পর্যন্ত পরিশোধিত	মে মাসের পরিশোধ	মোট পরিশোধ	
১	পূর্ব	-	১০.০০ কোটি	৮.৩৬ কোটি	০.৬৮ কোটি	১০.০০ কোটি	
২	পশ্চিম	-	৭.০০ কোটি	০.৮৬ কোটি	৫.৮০ কোটি	৬.৬৬ কোটি	
৩	মোট	-	১৭.০০ কোটি	৯.২২ কোটি	৬.৪৮ কোটি	১৬.৬৬ কোটি	

ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের বিষয়ে আলোচনা হয়। ডিজি বি আর জানান বিভিন্ন সং স্থার দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হচ্ছে। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরৎ না যায় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৮। বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

জুন ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি এবং দাবী ও নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নরুপঃ

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয় /সংস্থা/ অঞ্চল	মে ২০১৭ পর্যন্ত আপত্তি ও দাবী				জুন ২০১৭ মাসে নিষ্পত্তি				জুন ২০১৭মাস পর্যন্ত নিষ্পত্তিকৃত আপত্তি ও দাবী			
		সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট দাবী (হাজার টাকা)	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট টাকা (হাজারে)	সাধারন	অগ্রিম	খসড়া	মোট (হাজার টাকা)
১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	বি আর	৫৭১	৫৩	১১০	১৩৬৬৮৭৭	-	-	-	-	৫৭১	৫৩	১০	১৩৬৬৮৭৭
৩	বি আর(পূর্ব অঞ্চল)	৫০২২	৫৭০	১৬৮	২৯২৪৯৭৫০৬	১৬	১	-	২১৭০৯	৫০৩৬	৫৭১	১৬৮	২৯২৪৯৭৫০৬
৪	বি আর (পশ্চিম অঞ্চল)	৭৫৩৯	৩০৬	৩১৯	৪৩৯০২৫৯৬	১	৬	-	৩৯২৫৭	৭৫৫৮	৩০০	৩১৯	৪৩৮৮৩৯১৮
৫	মোট	১৩১৩২	৯২৯	৫৯৭	৩৩৭৭৬৬৯৭৯	১৭	৭		৬০৯৬৬	১৩১৬৫	৯২৪	৪৯৭	৩৩৭৭৪৮৩০১

ডিজি, বিআর জানান যে, ২২.০৫.২০১৭ হতে ০২.০৭.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১৮ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০৫.০৭.২০১৭ তারিখে জিএম (পূর্ব) দপ্তরে ০১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২৫.০৭.২০১৭ তারিখে জিএম (পূর্ব) দপ্তরে ০১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। অডিট আপত্তি সংক্রা ন্ত তথ্যাদি মাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো তৎপর হতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৯। ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/উদ্ভাবনী বিষয়ঃ

আলোচনাঃ

এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়েতে ই-ফাইলিং এর আওতা বৃদ্ধিসহ APA-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম সম্পন্নের জন্য সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
১।	ই-ফাইলিং-এর আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। পরিচালক (সংগ্রহ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২।	APA-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	

৪.১০। রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

অতিরিক্ত ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অধীন চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলায় মে/২০১৭ মাসে সর্বমোট ২৬০৪টি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং টিকিট কালোবাজারী, বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকারী, মাদক/ধুমপান, চোরাকারবারী, ভবঘুরে/টোকাই ও অন্যান্য অপরাধে মোট ৩৮৩০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরোও জানান যে, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান সংক্রান্ত ৬৮টি মামলায় মোট ৭৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহন প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয়পূর্বক আরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ। ৩। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।
(২)	বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।	

৪.১১ বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, এপ্রিল/২০১৭ মাসের জের ২৮০ টি, মে/১৭ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৪৩টি, নিষ্পত্তি হয়েছে ৩২টি। মে/২০১৭ মাসের জের ২৯১ টি । সভাপতি বলেন যে, ৬ মাসের উর্ধে যে বিভাগীয় মামলা অনিষ্পন্ন রয়েছে, সেগুলোর কি কারণে পেন্ডিং তা বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আলোচনা হয়।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
(২)	৬ মাসের অধিক পেন্ডিং মামলাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ আগামী সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে।	

৪.১২। অনিষ্পন্ন বিষয়ঃ

আলোচনাঃ

সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার জন্য অনিষ্পন্ন তালিকা প্রেরণ করা প্রয়োজন। অনিষ্পন্ন তালিকা পাওয়া গেলে অনেক বিষয় দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে।

সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণে
(১)	মন্ত্রণালয়ের নিকট বাংলাদেশ রেলওয়ের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন বিষয়গুলোর পৃথক তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মো: মোফাজ্জেল হোসেন)
ভারপ্রাপ্ত সচিব